DHAKA PROBE

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) □ তৈরি: 12 Nov 2026, 02:46 PM

মতামত

ভয়াল ১২ নভেম্বর: পটুয়াখালীতে প্রাণহানি ৪৭ হাজার, কলাপাড়ায় ৪ হাজার ৬০৯

প্রতিবেদক: পটুয়াখালী প্রতিনিধি

প্রকাশের তারিখ: বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর ২০২৬, ০২:২৪ PM



ভয়াল ১২ নভেম্বর : বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মুহূর্তেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় জনপদ

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর। বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মুহূর্তেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় জনপদ। উত্তাল ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল ঘরবাড়ি, গবাদিপশু ও অসংখ্য মানুষের জীবন। স্বজন হারানোর আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছিল উপকূলের আকাশ-বাতাস। ইতিহাসে দিনটি আজও □ভয়াল ১২ নভেম্বর□ নামে পরিচিত।

সেই প্রলয়ংকরী দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর মধ্যে ছিল বৃহত্তর পটুয়াখালী। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে জেলায় প্রাণ হারান ৪৭ হাজার ৮৪৮ জন। এ ছাড়া নিখোঁজ হন আরও ১৬৫ জন। উপজেলাভিত্তিক হিসাবে গলাচিপায় ২৮ হাজার

৭১৮, আমতলীতে ৯ হাজার ২২৩, কলাপাড়ায় ৪ হাজার ৬০৯, বাউফলে ২ হাজার ৯৯৭ এবং মির্জাগঞ্জে ১ হাজার ৭০০ জনের মৃত্যু হয়।

১৯৭০ সালের ৮ নভেম্বর বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট একটি নিম্নচাপ ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ১১ নভেম্বর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়। পরদিন ১২ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে উপকূলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড়টি। ঘণ্টায় প্রায় ১৮৫ থেকে ২৪০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যাওয়া বাতাসের সঙ্গে প্রায় ১০ মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস উপকূলীয় জনপদকে তছনছ করে দেয়।

বিশেষ করে বর্তমান গলাচিপা ও রাঙ্গাবালী উপজেলার চরকাজল, চরবিশ্বাস, চরমোন্তাজ, মৌডুবি ও বড় বাইশদিয়াসহ বিভিন্ন চরাঞ্চলে নেমে আসে মৃত্যুর মিছিল। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অসংখ্য পরিবার ও বসতি। চরমোন্তাজ দ্বীপের বহু মানুষের প্রাণহানির স্মৃতি আজও স্থানীয় প্রবীণদের মনে দুঃসহ বেদনা হয়ে আছে।

বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ঘূর্ণিঝড় হিসেবে পরিচিত এই ভোলা সাইক্লোনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূত্রের হিসাব অনুযায়ী, ৩ লাখ থেকে ৫ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। তবে হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন সূত্রে ভিন্নতা রয়েছে।

দীর্ঘ ৫৬ বছর পেরিয়ে গেলেও সেই ভয়াবহ রাতের স্মৃতি ভুলতে পারেননি উপকূলের মানুষ। স্বজন হারানোর বেদনা, ধ্বংস হয়ে যাওয়া জনপদ আর বেঁচে থাকার সংগ্রামের স্মৃতি আজও তাঁদের তাড়িয়ে বেড়ায়।

এদিকে ভয়াল ১২ নভেম্বরের স্মৃতি এবং উপকূলবাসীর আত্মত্যাগকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিনের। দিনটিকে উপকূল দিবস হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে পালনের দাবি জানিয়ে আসছেন উপকূলের বাসিন্দারা।

তাঁদের প্রত্যাশা, রাষ্ট্রীয়ভাবে দিনটির স্বীকৃতি ও পালন নিশ্চিত হলে উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগের ইতিহাস, মানুষের সংগ্রাম এবং জানমালের নিরাপত্তার বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে আরও গুরুত্ব পাবে।

এ বিভাগের আরও খবর



জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচনে স্থায়ী পাঁচ শক্তির সমর্থন এখনো অনিশ্চিত

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব নির্বাচন নিয়ে এখনো ঐকমত্য তৈরি হয়নি। ১৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা পরিষদের অনানুষ্ঠানিক ভোটে সাত প্রার্থীর কেউই পর...



গঙ্গার পানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে ডিসেম্বরে, নতুন সমঝোতায় চ্যালেঞ্জ কী

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদ আগামী ১২ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। এর আগেই নতুন চুক্তি করতে চায় ঢাকা। পানিসম্পদমন্ত্রী শহী...



ইথিওপিয়া–ইরিত্রিয়া উত্তেজনা বাড়ছে: তিগ্রাই সংঘাত কি হর্ন অব আফ্রিকায় বড় যুদ্ধে রূপ নিতে পারে?

ইথিওপিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় তিগ্রাইয়ে নতুন করে সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার সামরিক ও কূটনৈতিক উত্তেজনাও বেড়েছে। ৭ অক্টোবর তি...



ইথিওপিয়া–ইরিত্রিয়া উত্তেজনার মধ্যে চার দেশের সম্মেলন: হর্ন অব আফ্রিকায় নতুন মেরুকরণ?

ইথিওপিয়ার উত্তরাঞ্চলে নতুন করে সংঘাত শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্কেরও অবনতি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মিশরের নিউ...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://www.dhakaprobe.com/opinion/bhyal-12-nbhembr-ptuyakhalite-pranhani-47-hajar-klaparay-4-hajar-609